দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ২২।৫।৭৮ ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... ১ ...

134

ঢাকা ঃ সোমবার, ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫ ঃ ২২শে মে, ১৯৭৮

# প্রাথমিক শিক্ষা নীতি

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলন উদ্বোধন উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেছেন, শীগগীরই একটি প্রাথমিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হবে। আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট তাঁর ভাষণে আরও বলেছেন, বাংলাদেশের পঁয়ষট্টি হাজার গ্রামে শিক্ষা বিস্তারের কাজে নিয়োজিত থেকে প্রাথমিক শিক্ষকরা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জাতিগঠনমূলক কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের সমস্যা আন্তরিকতার সঙ্গে বিবেচিত হবে বলে প্রেসিডেন্ট আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রাথমিক শিক্ষকদের ভূমিকা, দায়িত্ব ও সমস্যাবলী আন্তরিকতা ও সহানুভূতির সঙ্গেই বিবেচিত হওয়ার দাবী রাখে। সেই সঙ্গে জাতিগঠনের অনুকূল একটি বাস্তব ও কার্যকর প্রাথমিক শিক্ষানীতি তৈরি করাও একান্ত জরুরী। অতীতে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে আমাদের দেশে অনেক এক্সপেরিমেন্টই হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি সাধনের জন্যে কিছু কিছু পদক্ষেপও মাঝে মাঝে গৃহীত হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা জাতির জীবনে প্রত্যাশিত মাত্রায় অর্থবহ হয়ে দেখা দেয়নি। কেননা, পুরনো কাঠামোর মধ্যেই কিছুটা সংস্কারের প্রচেষ্টা চলেছে মাত্র, জাতিগঠনে প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা ও প্রাথমিক শিক্ষকদের অবদানের কথা গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয়নি অতীতে।

একথা নতুন করে বলার প্রয়োজন পড়ে না যে প্রাথমিক শিক্ষাই একজন নাগরিকের জীবনবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী ও জাতিগঠনের কর্মী হিসাবে তার ভূমিকা বহুলাংশে নির্ধারিত করে দেয়। এই কারণে প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা দরকার আমাদের দেশে। এবং এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার যাতে কৃষিপ্রধান দরিদ্র বাংলাদেশকে গড়ে তোলার মতো শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তির অভাব না ঘটে। প্রাথমিক শিক্ষানীতি আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে, জনগণের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর তুলবে এমন শিক্ষায় আমাদের প্রয়োজন নেই।

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিসাধন করতে গেলে প্রাথমিক শিক্ষকদের কথা অবশ্যই ভাবতে হবে। তাদের সমস্যা, তাদের সামাজিক অবস্থা, তাদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদির কথা গুরুত্ব সহকারে ভাবা না হলে, প্রাথমিক শিক্ষারও উন্নতিসাধন করা সম্ভব হবে না। প্রেসিডেন্ট জিয়া তাঁর ভাষণে বলেছেন, সরকার প্রাথমিক শিক্ষকদের সর্বতোভাবে সাহায্য-সহযোগিতা দেবেন। সরকার তাদের সমস্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।

আগেই উল্লেখ করেছি, নৈতিকতাবোধে বলীয়ান, মানবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ে তোলার কাজে প্রাথমিক শিক্ষকদের এক অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একদা ঔপনিবেশিক শোষণে জর্জরিত, অনগ্রসরতার অভিশাপে নিষ্পেষিত বাংলাদেশকে আত্মনির্ভরশীল ও সমৃদ্ধ করে তুলতে হলে এমন নাগরিক চাই যারা ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে, যারা দেশ ও জনগণের কল্যাণে নিবেদিত। আমাদের মত একটি দরিদ্র দেশে স্বার্থান্বেষী, আত্মকেন্দ্রিক মানুষের কোন স্থান নেই। আমাদের প্রয়োজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী, জনগণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত মানুষ। প্রাথমিক শিক্ষকদের সে মানুষ গড়ার দায়িত্বই বহন করতে হবে। এবং প্রাথমিক শিক্ষার নীতিও হবে জাতীয় স্বার্থের অনুকূল।

বর্তমান সরকার শিক্ষাকে অর্থবহ করে তোলার জন্যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন—দেশে উন্নয়নের বিরাট কর্মতৎপরতা চলছে। দেশকে সমৃদ্ধ করে তুলে আমাদের প্রত্যেকের ভাগ্যও বদলাতে হবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, প্রাথমিক শিক্ষকরা জাতিগঠন ও জনশক্তি তৈরিতে অব্যাহতভাবে তাদের ভূমিকা পালন করে যাবেন।